অস্ত্র ভাঙার মুহূর্ত

রেজাউদ্দিন স্টালিন

অস্ত্র ভাঙার মুহূর্ত
রেজাউদ্দিন স্টালিন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
তানজিলা রেজা

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ১৭৫ টাকা

Astro Vangar Muhurto by Rezauddin Stalin Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: February 2022
Phone: 02-9668736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 175 Taka RS: 175 US 8 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96276-2-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

প্রিয় নজরুল সাধক
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

সূ চি প ত্র

বিক্ষত পদাবলি ৯
শিল্পী ও সুন্দরী ১০
শিল্প ১১
আয়ুরেখা ১২
ভবিষ্যদ্বাণী ১৪
বিষাদের বাড়ি ১৫
বাড়ির গল্প ১৬
শহরের সব গলিতে ১৭
সংসার ১৮
এক পা পরেই ১৯
অংশীদার ২০
ফিরে যাই মাতৃগর্ভে ২১
স্বপ্ন পুড়ে গেলে ২২
অভিজ্ঞান ২৩
দোজখের দরজা ২৪
আদর্শ ২৫
স্বপ্নদেশ ২৬
কেউ জানে না ২৭
ঘরে ফেরার গান ২৮
আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে ২৯
সামনেই প্রতীক্ষার বাড়ি ৩০
জাগৃতি ৩১
হৃদয় ৩২
আয়না ৩৩
হিসেবের খাতা ৩৪
প্রতিষেধক ৩৫
৩৬ অতীত বর্তমান
৩৭ খনি শ্রমিক
৩৮ ইয়ান স্বপ্নের শহর
৩৯ শূন্যতা
৪০ চিঠি
৪১ পুনর্জন্ম
৪২ হয়ে ওঠা
৪৩ অন্য একদিন
৪৪ পাথরের জবান
৪৬ প্রাতরাশ
৪৭ আত্মার প্রতিধ্বনি
৪৮ আমি মাতাহারি
৫০ প্রতিগল্প
৫১ অবিশ্বাসের দিনলিপি
৫২ আশ্চর্য প্রদীপ
৫৩ ঘাসমানুষ
৫৪ দৈত্যপুরী
৫৫ মানুষতো একা নয়
৫৬ কবি ও ঈশ্বর
৫৭ কেউ বলে দেয়নি
৫৮ অন্য এক শহরে
৫৯ ভার্চুয়াল প্রেমের পদ্য
৬১ বজ্ররানি
৬২ একদিন আমি- কোনোদিন কেউ
৬৩ অস্ত্র ভাঙার মুহূর্ত
৬৪ গুপ্তধন

বিক্ষত পদাবলি

মুক্তিযুদ্ধে বিক্ষত এ দেশ দেখলে মনে হতো
পা কেটে ফেলা কোনো অশ্বত্থ
অ্যালেন গিন্সবার্গ বলেছিলেন–
জমাটবাঁধা কান্নার পাহাড়

সেই কান্নার পাহাড় আরো উঁচু হয়েছে
পঞ্চাশ বছর ধরে
সেই কান্নার পাহাড় থেকে এখন চুইয়ে নামছে আর্তনাদ
আর গলগল করে উঠছে মৃতদের অভিশাপ
কারা তৈরি করে দেয় বিভেদের বিভীষিকা
পীরগঞ্জের মাঝি পাড়ায় দুঃখে
দুমড়ে গেছে বৈঠা
রামুর মন্দিরে বেদনায় বোবা হয়ে গেছে সান্ধ্য ঘন্টা
রক্তে আরো পিছল হয়েছে
দিঘির পাড়
চোখ বাঁধা মানুষের দীর্ঘ সারি
পাথরের পথে দাঁড়ানো হতবিহ্বল
এখনো কী আমরা- সেপ্টেম্বর অন
যশোর রোড
এখনো কী অসাম্প্রদায়িক হয়ে
ওঠেনি সংবিধান
যারা বাতাস নিংড়ে তৈরি করে সম্প্রীতি
বিশ্বাস থেকে ছড়ায় আজান
কথা ছেঁকে তৈরি করে স্তোত্র
তাদেরই আত্মায় জ্বলে উঠলো অশনি

হাজার-পাঁচশো
একশ কিংবা পঞ্চাশ বছর
আমাদের খেরো খাতায় লেখা পদাবলি
আজ ধর্মান্ধতার বলি
শয়তানের ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলছে
আমাদের আত্মত্যাগ

শিল্পী ও সুন্দরী

নগরে মেলা।
আলো ঝলমল দিগন্ত,
বেলুন বাঁশি ফুল পাখি আরো কত কী।
নাগরদোলায় শিশুরা
উঠে যাচ্ছে স্বর্গে।
পাশে তরুণ ফুলদানি বিক্রেতা,
এক সুন্দরী ক্রেতা দেখছিলো
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কিছু ফুলদানি সাদামাটা,
কয়েকটিতে দারুণ কারুকাজ।
মূল্য কত জানতে চাইলো সুন্দরী,
প্রতিটি ফুলদানির দাম একই-
জানালো তরুণ।
কেন কারুকাজ গুলোর দাম
সাধারণ ফুলদানির মতো?

আমি শিল্পী ফুলদানির মূল্য নিতে পারি, সৌন্দর্যের নয়।

শিল্প

আলো শিখিয়েছে কীভাবে
ভালোবাসতে হয়
এবং আগুন আত্মাহুতির কৌশল

সৌন্দর্য বুঝিয়ে দেয়
শব্দের ফুটে ওঠা

অনুতাপ শেখায়
কীভাবে হৃদয়ে তৈরি হয়
পবিত্র স্ফুলিঙ্গ

কেউ দেখতে পায় না
এই শিখা ছায়াবৃত

আয়ুরেখা

বেঁচে আছি কেন বেঁচে কী থাকতে নেই,
আয়ুরেখা কেন শুয়ে থাকে আগুনেই।

ধারালো ব্লেডের চকচকে চোখ থেকে,
অশ্রুকলম অসহ্য শ্লোক লেখে।

এই ঘর এই দরজার বুক চিরে,
বেরিয়ে আসছে আত্মারা ধীরে ধীরে।

চিনি না কাউকে কত শতকের লোক,
কোথা থেকে এলো গলায় ঝুলিয়ে শোক।

পূর্বপুরুষ হাতের তালুতে চোখ,
পানি নয় খায় আগুন কয়েক ঢোক।

বোঝা যায় তারা ক্ষতবিক্ষত আর
পেরিয়ে এসেছে অশুভ অন্ধকার।

সেমেটিক নাকি দ্রাবিড় লোকের পাল,
যেখানেই যায় গালি খায় চণ্ডাল।

বৈঠার দাগ চাবুকের দাগ ক্ষত,
তবুও কেমন আজন্ম উদ্যত।

মৌর্য গুপ্ত সেন পাল মোগলের,
রক্তের যত রেখা আছে ভূগোলের;

সব রেখা এই ইতিহাস দিয়ে বাঁধা,
ইন্দ্রের হাতে নেচেছিলো যত রাধা-

আর ইংরেজ বেনিয়ার দরবারে,
বলি হয়েছিলো নিত্য সপরিবারে।

তারা আজ সব দরজায় টান টান,
বৌদ্ধ হিন্দু মুসলিম খ্রিষ্টান।

কোনো ভেদ নেই কাদা জল আর পানি,
সব এক নেই করতলে কোনো গ্লানি।

বেঁচে আছি কেন বেঁচে কী থাকতে নেই,
আয়ু আছে ঢের খনার সে বচনেই।

ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা জন্মের পর থেকে
বেরিয়ে পড়ি স্রষ্টার খোঁজে
একসময় বুঝতে পারি
তিনি মানুষের কৃতকর্মের
প্রতিধ্বনিতে থাকেন

ভাগ্যের আর্তস্বর থেকে পালিয়ে
ছুটে যাই ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের কাছে
হাঁটতে থাকি আয়ুর বলিরেখার উপর

পরাজয়ের আশঙ্কায় জলাশয়ে নামি
বিজয়ের আনন্দে ঢুকি ট্রয় নগরীতে
ক্রীতদাসের হাসি আর গ্লানির দহন
তাড়িয়ে নেয় নিয়তির দিকে

স্বপ্নবিক্রেতা জানে
কল্পরাজ্যে কত পাখি ওড়ে

আর নতুন স্বপ্নের সাথে
পুরোনো স্বপ্ন জুড়ে দিলে
কেন সেতু ভেঙে পড়ে

নীরবতা কী হারানো
স্মৃতির স্বর্গে নিয়ে যায়
স্রষ্টার বাস অলিম্পাস পাহাড়
নাকি সমুদ্রের তলে
খোলা জানালায় গেলে
তার কণ্ঠস্বর শুনি

বাঁচার সংগ্রামে নিশ্চয়তা কে দেবে
স্রষ্টা না প্রশ্নকারী

সত্যিকার ভবিষ্যদ্বাণী হলো
একদিন তোমার মৃত্যু হবে

বিষাদের বাড়ি

ঝরাপাতাদের স্মৃতি
পথে পথে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে রেখেছে
আকাশে আকাশে যদি পাওয়া যেত
অনেক স্বপ্ন আর আগুনের তারা
হেমন্তর হাতে হাতে ফুটে উঠতো সবুজ পাতারা
যদি হাওয়া ফুটপাথে পেয়ে যেত উষ্ণ আশ্রয়
তার চেয়ে সুখী কেউ হতো না জগতে

হলুদ পাতার মুখে নীল ট্যাটু এঁকেছে
হতাশা
মেঘের চুড়ায় বিষাদের বাড়ি থেকে
খালি পায়ে ঝরাপাতা আসে
পিঁপড়ের মিছিলে হাঁটে দুঃখ
আর স্মৃতি
অনুভবে লেপ্টে থাকে শিশিরের শোক

কোথাও রয়েছে জমা উত্তরাধিকার
সে গল্পে চোখ জ্বলে ওঠে
কোথাও বিনম্র দিন বেঁকে গেছে
তৃষ্ণার আঁচে
বিহ্বলতা এভাবেই দৃশ্য হয়ে বাঁচে

বাড়ির গল্প

লোকটার চোখে বরফের নীল ঘোড়া
প্রাণের কুয়াশা উঠে গেছে বাড়ি বেয়ে
জানালা ডাকছে চিৎকার করে পাড়া
চৌকাঠে নাক ঘসে পাথরের মেয়ে

বাড়িটি ধূসর অনঙ্গ করে রাখা
দরজার দাঁত কামড়ে ধরেছে হাওয়া
খিড়কির পায়ে গজিয়েছে পিপীলিকা
হাতলের ঠোঁটে রক্ত গিয়েছে পাওয়া

চারদেয়ালের প্রাচীন পরাধীনতা
হার মানিয়েছ শ্যাওলার নীরবতা

বাড়িটির নাসারন্ধ্রে বিড়াল কাঁদে
জিহ্বায় জ্বলে কাঠকয়লার গুঁড়ো
খেয়াল করেনি কখন হয়েছে বুড়ো
যেই গাছগুলো বাস করছিলো ছাদে

সিঁড়ির চোয়াল ফেটে গেছে শীত লেগে
চিলেকোঠা থেকে দু-একটি আরশোলা
পালাতে চেয়েছে মৃত্যুর উদ্বেগে
একজন তবু হয়তো রয়েছে জেগে

ছাদসমুদ্রে যখন বাতাস লাগে
লোকটি তখন বেরিয়ে পড়তে চায়
কিন্তু বাড়িটা সবকটা হাত দিয়ে
চেপে ধরে রাখে পরের সে অধ্যায়